FEB. 1 0 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত তালা

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংসতার কারণে এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। দেশের অন্যতম বৃহৎ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনে আবারও নেমে এল অনিশ্চয়তার খাঁড়া। অশুভের দৈত্যের হাতে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বারবার লাঞ্ছিত হওয়াটা এখন যেন অনেকটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও এর থেকে পরিত্রাণ মিলছে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের সঙ্গে ক্যাম্পাস সংলগ্ন বাজারের দোকানি ও মেহেরচন্ডী গ্রামবাসীর দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় গত শুক্রবার হঠাৎ করেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দুপুর থেকে রাত অবধি ছাত্রদের সঙ্গে স্টেশন বাজারের দোকানি ও মেহেরচন্ডী গ্রামবাসীর কয়েক দফা সংঘর্ষে প্রায় দেড় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। আহত অনেকেই গুলিবিদ্ধ, এর মধ্যে অন্তত ৩০ জনের অবস্থা গুরুতর। উত্তেজিত ছাত্ররা স্টেশন বাজার ও মেহেরচন্ডী এলাকায় ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই বেহুদা তাণ্ডবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে যথারীতি আগামী ১লা মার্চ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তবে ২রা মার্চ থেকে ১০ই মার্চ পর্যন্ত ঈদুল আজহার ছুটি থাকায় এই সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত ১০ই মার্চ পর্যন্তই বন্ধ থাকছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা যায়। ঘটনার সূত্রপাত নিয়েও নানা কথা রয়েছে। শোনা যায়, ক্যাম্পাস সংলগ্ন স্টেশন বাজারের একটি সেলুনে দাড়ি কামানোর পর ২ টাকা পাওনা নিয়ে এক ছাত্রের সঙ্গে দোকানির মারামারি হয়। এ ঘটনা মিটে যেতে না যেতেই খাবার হোটেলে বাকি বিল নিয়ে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে হোটেল কর্মচারীর সংঘর্ষ শুরু হলে ক্রমেই তা ব্যাপ্তি লাভ করে। আবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন গ্রামে এক মসজিদে ছাত্র শিবিরের সাংগঠনিক কাজে বাধা দেয়ায় গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পর্যায়ে শিবির পিছু হটলে গ্রামবাসীর নির্মম আক্রমণের শিকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা। শিবির গ্রামবাসীর টার্গেট হওয়ার পর তারাই সাধারণ ছাত্রদের নামে ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে তাণ্ডব চালায়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ছাত্রদল। এক পর্যায়ে গুজব ছড়ানো হয় যে, গ্রামবাসীরা ৭ ছাত্রকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। এতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীও তাদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে আঘাত হানে। গ্রামবাসীর ক্ষোভ এসে পড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর এবং নির্মম শিকার হন তারাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা নিঃসন্দেহে গভীর চক্রান্তেরই ফল। সম্প্রতি একটি বিশেষ মহল দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবার ঘৃণ্য তৎপরতায় মত্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে এই গোষ্ঠীই ভূমিকা পালন করেছে। এই চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে গ্রামবাসী এবং ছাত্ররা অকারণ সংঘর্ষে মেতে উঠেছে। উভয় পক্ষের সীমাহীন ক্ষতির বিনিময়ে মতলববাজরা ঠিকই তাদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামগুলোতে এক সময় মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাদের এ আধিপত্য হ্রাস পায়। কোথাও কোথাও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রভাববলয় সৃষ্টি হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির পরিকল্পিতভাবে গ্রামবাসীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। এই সংগঠনটি অতীতেও বিভিন্ন সময় এ ধরনের ঘটনার উস্কানি দিয়েছে। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা ক্যাম্পাস সংলগ্ন গ্রামগুলোকে টার্গেট করে তাদের তৎপরতা এবং আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে এবং গ্রামবাসীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছে। অথচ এ অশুভ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কার্যকর কোন উদ্যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত করার জন্য দেশে নানারকম অপতৎপরতা চলছে। কখনো মৌলবাদী গোষ্ঠী, কখনো বা গণতান্ত্রিক সংগঠনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কুচক্রী মহল এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ ছাত্ররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির শিকার অথবা ষড়যন্ত্রকারীদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের অসচেতন অসহিষ্ণু মানসিকতাও এর জন্য কম দায়ী নয়।

রাজনীতির হীনস্বার্থে শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষার্থীদের বারবার ব্যবহার করা হলেও এ ব্যাপারে কারো তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। এভাবে শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গন যদি অশুভ শক্তির হাতে জিম্মি থেকে যায়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখব কি নিয়ে? বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে কখনো কোন সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। চক্রান্ত, উস্কানি, এসব থাকবেই। অশুভের দানবেরাও তাদের অপতৎপরতা চালাবে। কিন্তু তাতে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্রছাত্রী-গ্রামবাসী সকলকেই সজাগ এবং উদ্যোগী হতে হবে। আর শিক্ষাঙ্গনে তালা ঝুলিয়ে মৌলবাদী ষড়যন্ত্রকারীদেরও রোখা যাবে না; শিক্ষাকেও এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। অনাকাঙ্ক্ষিত হানাহানি, সংঘাত ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে শিক্ষাঙ্গনকে রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।